দৈনিক জনকণ্ঠ

APR 16 2002

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

শিক্ষা বিদ্যুত ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক থেকে তিন হাজার কোটি টাকা ঋণ লাভের চেষ্টা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

বর্তমান সরকার বিশ্বব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণলাভের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সরকার আশা করছে যে, বাংলাদেশের শিক্ষা, বিদ্যুত এবং অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে বিশ্বব্যাংক থেকে সহসাই ৫১ কোটি ডলারের সমান প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ঋণলাভ করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে সরকার রাজধানীর পরিবহন সেক্টরের উন্নয়নের ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (ডিইউটিপি) থেকে বিশ্বব্যাংকের প্রত্যাহার করা ৫৫ মিলিয়ন ডলার ফিরিয়ে আনারও উদ্যোগ নিয়েছে। যাত্রাবাড়ীতে ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রত্যাহার করা ৭০ মিলিয়ন ডলার ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও সরকার আশাবাদী।

অর্থ মন্ত্রণালয় ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা, বিদ্যুত এবং অবকাঠামো উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশ্বব্যাংকও ওই সব খাতে সরকারকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী। বিশেষ করে শিক্ষা খাতের ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক খুবই আগ্রহী। নারী শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপকে বিশ্বব্যাংক খুবই ইতিবাচক মনে করছে। ফলে শিক্ষা খাতের উন্নয়নে ১২ কোটি ১০ লাখ ডলার ঋণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্বব্যাংক এবং গত মাসের শেষের দিকে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ বিদ্যুত খাত উন্নয়নে ১৯ কোটি ১০ লাখ ডলার এবং সড়ক ও পুনর্বাসন খাতে ২০ কোটি ডলার সহজ শর্তে ঋণ চেয়েছে। এ দুটি বিষয়েও শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষর হবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। এদিকে সরকার বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বিদ্যুত, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামের যুক্তিসঙ্গত মূল্য নীতি প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। বাজেট ঘোষণার পর পর সরকার এই তিন পণ্যের জন্য একটি

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা বিদ্যুত

(১২-এর পাতার পর)

একক রেগুলেটর কমিশনও গঠন করবে।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (ডিইউটিপি) -এর আওতায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দেয়া ৫৫ মিলিয়ন ডলার বিশ্বব্যাংক প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। সিটি কর্পোরেশনের ব্যর্থতার জন্য ডিইউটিপির আওতায় পরিবহন খাত উন্নয়নের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান সরকার বিশ্বব্যাংকের ফেরত নেয়া ৫৫ মিলিয়ন ডলার ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক সম্মত হলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় পরিবহন খাতের উন্নয়নে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবে। সম্প্রতি যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিষয়টি আলোচনা হয় এবং এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে।

একই সভায় যাত্রাবাড়ীতে ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রত্যাহার করা ৭০ মিলিয়ন ডলার ফেরত আনারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যাত্রাবাড়ীর ফ্লাইওভার নির্মিত হলে ঢাকা নগরীর যানজট বহুলাংশে কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় আগামী ৪ মাসের মধ্যে টঙ্গী বাইপাস সড়কসহ ব্রিজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবে। মতিঝিল, বঙ্গভবন, ফকিরের পুলের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে কোভসাইড পার্কিং ফ্যাসিলিটি নির্মাণের কাজ চলছে। যানজট নিরসনের জন্য শনির আখড়ায় একটি আন্ডারপাস নির্মাণেরও উদ্যোগ নেয়া